ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব

অধ্যাপক
মুহাম্মদ রুহুল আমীন

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব

অধ্যাপক
মুহাম্মাদ রুহুল আমীন

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৯১

প্রচ্ছদ
সরদার জয়নুল আবেদীন

শব্দ বিন্যাস
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৭ গ্রীনওয়ে, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় ঃ আট টাকা মাত্র

Islamer Dristite Nari Netritta. written by Prof. Muhammad Ruhul Amin published by A K M Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre. Kataban Masjid Campus. Dhaka-1000. First Edition December 1991 Price Taka ৪ ()() only.

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব ॥ ৫
কুরআনের দলীল ॥ ৫
হাদীসের দলীল ॥ ১১
ইজমায়ে উম্মাত ॥ ১৪
হযরত আয়িশা (রা) ও জামাল যুদ্ধ ॥ ১৫

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব

কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও মুজতাহিদ ইমাম গনের রায় এবং আলেমসমাজের মতে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো যেমন ফরয, তেমনি ইসলামী সরকার তথা ইসলামী নেতৃত্বের আনুগত্য করাও ফরয। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এখানে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা নয়। বরং এ দু'য়ের সমন্বয়েরই নাম দীন ইসলাম। ইসলামী শরীয়াত, ইসলামী জামায়াত, ইসলামী হুকুমত, ইসলামী ইমামত (নেতৃত্ব) পরস্পর সম্পৃক্ত ও অবিচ্ছিন্ন। ইসলামী শরীয়াত, ইসলামী সরকার প্রধান তথা ইসলামী নেতৃত্বের যোগ্যতার জন্য যতগুলো শর্ত আরোপ করেছে, নেতার পুরুষ হওয়া তার অন্যতম। বিগত চৌদ্দশ' বছরেও এ শর্তের ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করেননি।

কুরআনের দলীল

(ক) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'পুরুষগণ নারীদের কাউয়াম (পরিচালক)' একারণে যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে এককে (পুরুষকে) অপরের (নারীর) উপর (গুনগত) বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে পুরুষদেরকে স্ত্রীলোকদের 'কাউয়াম'–কর্তা, পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়ক বলে ঘোষণা করেছেন। সামাজিক নেতৃত্ব–কর্তৃত্ব করার অধিকার ও মর্যাদা একমাত্র পুরুষদেরই দিয়েছেন। আয়াতে পারিবারিক জীবনের সাথে বিষয়টির নির্দিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট করার মতো কোন শব্দ নেই। তাই আয়াতটি ব্যাপক অর্থ বোধক। এতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক সব ক্ষেত্রই শামিল। সুতরাং ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ–কোন পরিসরেই নারী–পুরুষের যৌথ ব্যাপারে নারী–নেতৃত্ব জায়েয নেই।

---

১. সূরা আন্–নিসা–৩৪ আয়াত।

www.pathagar.com

আর যদি ধরেও নেয়া যায় যে, বিষয়টি পারিবারিক জীবনের সাথেই সংশ্লিষ্ট, তবে বলা যায়-আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষ উভয়েরই স্রষ্টা। কাকে কি কাজের জন্য, কিভাবে কতটা শক্তি ও কোন্ কোন্ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা তিনি ভাল জানেন। সে মুতাবিক কর্মক্ষেত্রও তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এটাই হলো ইনসাফ। এক মণের বোঝা বহনে যে সক্ষম-তার কাঁধে দশ-বিশ মণ তুলে তেয়া মালিকের চরম না-ইনসাফী। মহান রাব্বুল আলামীন তা কখনো করতে পারেন না। একটি ঘর ও একটি রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবধান বিরাট। আল্লাহ তায়ালা সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিবারের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করার এমন কিছু বৈশিষ্ট ও শক্তি পুরুষদেরকে দান করেছেন, যা নারীদেরকে দেননি বা অপেক্ষাকৃত কম দিয়েছেন। তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় একটি পরিবারের 'কাউয়াম' বা ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক হবে পুরুষ-এটাই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ও বিধান।

একটি রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম ইউনিট হলো পরিবার। কমপক্ষে স্বামী ও স্ত্রী এ দু'সদস্য নিয়ে হয় পরিবার। আল্লাহ্ তায়ালা যেখানে একটিমাত্র পরিবারের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব অর্পন করেননি, কোটি কোটি পরিবার নিয়ে যে রাষ্ট্র-তার দায়িত্বভার ও নেতৃত্বের বোঝা নারীর উপর তিনি কিভাবে চাপাতে পারেন? সুতরাং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, ইসলামে সামাজিক, দলীয় বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নারীদের জন্য নয়।

(খ) সূরা আল আহযাবে আল্লাহ তায়ালা নারীদের কর্মক্ষেত্রের চৌহদ্দী বর্ণনা করে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ

"তোমরা (নারীরা) তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং বিগত কালের চরম জাহেলিয়াতের ন্যায় 'তাবাররুজ'২ করে বাইরে বেড়িও না।

নারী তার স্বামীর ঘরের রাণী। ঘর দেখাশোনা, ঘরোয়া কাজের ব্যবস্থাপনা, সন্তানদের লালন পালন ও সুযোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা প্রভৃতি তার দায়িত্ব। ঘরের বাইরের কোন দায়িত্বভার ইসলাম

২. তাবাররুজ মানে, প্রসাধনী মেখে সাজ সজ্জা করে খোলাখুলিভাবে সম্মুখে আসা।

www.pathagar.com

নারীর উপর চাপায়নি। কেবল প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। তাই নারী ঘরে থাকবে বেশী, বাইরে থাকবে কম। বাইরের জীবন সংগ্রাম, চেষ্টা সাধনা ও দৌড়াদৌড়ি থেকে মুক্ত হয়ে নারী তার ঘর সামলাবে, ঘর সংশোধন করবে, জাতির ভবিষ্যত সন্তানদের মানুষ করে গড়ে তুলবে। এটাই তার মূল ও মৌলিক দায়িত্ব। প্রকৃত পক্ষে ঘর ও পরিবারই হলো গোটা জাতির ও সমাজের বুনিয়াদ। সুতরাং এতবড় দায়িত্ব অর্পনের পর ঘরের বাইরের কোন দায়িত্ব (ব্যতিক্রম অবস্থা বাদ দিয়ে) মূলনীতি হিসেবে কোন নারীর উপর চাপানো যেতে পারে না। সুতরাং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং দেশ শাসনের ব্যাপার নারীদের কর্মসীমা বহির্ভূত।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতটি নবী করীম (সা)–এর বিবিদের সম্বোধন করে নাযিল হয়েছে। তাই এ নির্দেশ তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট। অন্য নারীরা এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত নন। যদি ব্যাপার তা–ই হয়, তবে কি তাবাররুজ কেবল নবী পত্নীগণের জন্যই নিষিদ্ধ? অন্য নারীগণের জন্য তা জায়েয?

কুরআন মজীদ সূরা আল আহযাবের এ স্থানে নবী–পত্নীগণকে সম্বোধন করে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে, আল্লাহ ও রাসূল (সা)–এর আনুগত্য করতে বলেছে, অশ্লীল কথাবার্তা পরিহারের আদেশ করেছে। এরূপ আরো অনেক নির্দেশ আছে। তাহলে কি এসব নির্দেশ কেবলই নবী পত্নীগণের জন্যই নির্দিষ্ট? সাধারণ মুসলমান নারীদের ক্ষেত্রে এসব নির্দেশ প্রযোজ্য নয়? তারা কি এসব থেকে মুক্ত? যদি এসব নির্দেশ সব নারীদের জন্য হয়ে থাকে, তবে কেবল ঘরে অবস্থানের একটি মাত্র নির্দেশ কেন শুধু নবী–পত্নীদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে? সুতরাং এ নির্দেশ সব মুসলিম নারীদের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।

তাছাড়া নবী পত্নীগণ জ্ঞান, কর্ম, চরিত্র, সততা ও যোগ্যতার দিক দিয়ে গোটা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী মহিলা ছিলেন। তাঁরা গোটা উম্মাহর জননী ছিলেন। যদি ইসলামে রাজনীতি, শাসন–কর্তৃত্ব, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং অর্থনৈতিক দায়–দায়িত্ব নারীদের উপর অর্পন করা জায়েয হতো, তবে এ দায়িত্বভার চাপানোর

www.pathagar.com

জন্য এই মুসলিম জননীদের চেয়ে উপযুক্ত পাত্র আর কেউ হতেই পারে না। আল্লাহ তায়ালা এরূপ পাক–পবিত্রা নারীদেরকে এসব দায়িত্ব গ্রহণ করতে নিষেধ করে যেসব কারণে তাঁদেরকে ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন, তখন কোন্ সে নারী এমন হতে পারে, যার মধ্যে এসব কারণ নেই? তাই বাইরের যাবতীয় দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সে নবী পত্নীদের চেয়েও অধিক উপযুক্ত তা কখনো হতে পারে না। সুতরাং অন্য কোন মুসলিম নারীরই বাইরের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ জায়েয হবেনা।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (সা)–এর অনেক হাদীস আনা যায়। নারীদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি নির্ণয় করে রাসূল (সা) বলেছেনঃ

'নারী তার স্বামীর ঘরবাড়ী ও তার সন্তানদের প্রহরী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সেজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে।' (আবু দাউদ)

এ হাদীসে স্পষ্টরূপে নারীর কর্মক্ষেত্রের চৌহদ্দী এবং দায়িত্বের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এদায়িত্ব পালনের জন্য ঘরেই থাকতে হবে তাকে বেশী। বাইরে যাবে কম। অবশ্য প্রয়োজনের কথা আলাদা। কিন্তু সামাজিক, দলীয় বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে আসীন হলে নারীকে প্রায় সব সময় বাইরে যেতে ও থাকতে হবে। প্রয়োজনেই কেবল ঘরে আসা সম্ভব হবে। বাধ্য হয়ে আল্লাহর বিধানের উল্টোটাই সে করবে। এতে আল্লাহর পুরো ব্যবস্থাটাই চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাই ইসলামে নারী–নেতৃত্ব জায়েয নেই।

(গ) ইসলামে নামাযের সাথে সরকারের সম্পর্ক অতি গভীর। কোন ভূখন্ডের শাসক হওয়ার পর সেখানে নামায কায়েম করা মুসলমান শাসকদের প্রথম কাজ। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেনঃ

"তারা (মুসলমানরা) এমন, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রদান করি তবে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং অন্যায়ের নিষেধ করে।"

মুসলিম উম্মাহর নেতা হিসেবে নামায কায়েমের প্রধান দায়িত্ব সরকার প্রধানের। তিনি নিজে নামাযী হবেন এবং জাতির ইমামতি

www.pathagar.com

করবেন। ইসলামী পরিভাষায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে বলা হয় ইমাম। 'ইমাম' ও 'ইমামত' শব্দ দ্বয়ের মানে, যথাক্রমে নেতা ও নেতৃত্ব। ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ ও নামাযের ইমামতি উভয় দায়িত্ব অবিভাজ্য, অবিচ্ছিন্ন ও একটি অপরটির অপরিহার্য অঙ্গ। এজন্যে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বকেও ইমামত বলে। ইসলামী শরীয়তে নামাযের ও সমাজের নেতা একই ব্যক্তি। যিনি রাষ্ট্রের ইমাম বা নেতা হবেন, নামাযেও তিনিই ইমামতি করবেন। সর্বদল ও মতের অনুসারী ফিকাহ্‌বিদ, মুজতাহিদ ও আলেমগণের সর্বসম্মত রায় হলো, নামাযে ইমামতি করার প্রথম হক ও অধিকার হলো ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের। রাসূল (সা) থেকে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের শেষ পর্যন্ত এ ধারা ও নিয়মই অব্যাহত ছিল। এটাই ইসলামী আদর্শ। পরবর্তী কালেও শত শত বছর এ ধারা অব্যাহত থাকে। রাষ্ট্র প্রধানের উপস্থিতিতে নামাযে ইমামতি করার এ অধিকার আর কারো নেই। জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের স্থলে রাষ্ট্র প্রধানের ইমামতি করাই ইসলামের বিধান। রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর কোন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অন্য কোন লোকের জানাযার নামাযে ইমামতি করা জায়েয নেই।

অসুস্থতার কারণে কয়েক ওয়াক্ত নামাযে রাসূল (সা) মসজিদে আসতে অপারগ হয়েছিলেন। এ ওয়াক্তগুলোয় তিনি হযরত আবু বকর (রা)কে তাঁর স্থলে নামাযে ইমামতি করতে বলেন। সে মুতাবিক তিনি ইমামতি করেন। রাসূল (সা)–এর ইন্তিকালের পর খলীফা কে হবেন– এ নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আড়াই দিন পর্যন্ত আলোচনা–পর্যালোচনা হয়। পরিশেষে এই নামাযের ইমামতি থেকেই তাঁরা উপলব্ধি করেন এবং দলীল নেন যে, তাঁর উপর নামাযে ইমামতি করার দায়িত্ব অর্পনের মর্ম হলো, হযরত আবু বকর (রা)–ই হলেন সাহাবীদের সবার চেয়ে খলীফা হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি। এ যুক্তির ভিত্তিতেই সাহাবাগণ তাঁকে মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচন করেন। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে নেতা হওয়ার অন্যতম ভিত্তি হলো নামাযে ইমামতি করার যোগ্যতায় অগ্রগণ্যতা। সুতরাং নামাযে ইমামতি করার যার শরয়ী যোগ্যতা ও অগ্রগণ্যতা নেই, রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করার তার কোন অধিকার নেই। নারীর নামাযে ইমামতি করা জায়েযই নেই। অতএব, নারীর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বও জায়েয নেই।

www.pathagar.com

ফিলাফতে রাশেদার পর ইসলামী জগতে যখন রাজতন্ত্র চালু হয়ে যায় এবং শাসকদের মধ্যে রাজতন্ত্রের দোষ –ত্রুটি গুলো দেখা দেয়, তাদের মধ্যে ইসলামী ইলম ও চরিত্রের অবক্ষয় ঘটে, অনৈতিকতায় তারা ডুবে যায়, তখনই কেবল নামাযের ইমাম ও সমাজের ইমাম পৃথক হয়ে যান। ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে নামাযের ইমামতকে ইমামতে সুগরা বা ছোট নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বকে ইমামতে কুব্‌রা ও উয্‌মা অর্থাৎ বৃহত্তম নেতৃত্ব নামে অভিহিত করা হয়।

শরীয়তে এটা স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বসম্মত বিধান যে, নামাযে পুরুষদের ইমামতি করা নারীর জন্য জায়েয নেই। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা যখন নারীদের জন্য ছোট ইমামতি করা জায়েয রাখেননি, তখন বড় ইমামতি কিভাবে জায়েয করতে পারেন? নারী ইল্‌ম, তাক্‌ওয়া, বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিকতায় যত উন্নতই হোকনা কেন, যেহেতু নামাযে পুরুষদের ছোট ইমামতি করতে পারেনা, সেহেতু রাষ্ট্রে কোটি কোটি পুরুষের বড় ইমামতি তথা বৃহত্তম নেতৃত্ব করা তার জন্য কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে গোটা যমিনটাই মসজিদ। রাসূল (সা) বলেছেনঃ

"আমার জন্য সম্পূর্ণ যমিনটাকে মসজিদ এবং পাক–পবিত্র ও পবিত্রকারী বানিয়ে দেয়া হয়েছে।"

রাসূল (সা)–এর জন্য গোটা পৃথিবীকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। তাই আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)–এর কাছে গোটা যমিনটাই মসজিদ। আমরা নামায পড়ি যে ঘরে বা ভবনে, তার মধ্যে জমি কম। তাই এটা ছোট মসজিদ। এর ইমামও ছোট নেতা। এ মসজিদের বাইরে জমি অনেক বেশী ও বিরাট। তাই বাইরেরটা বড় মসজিদ। এর ইমামও বড় নেতা। ছোট মসজিদে ছোট ইমাম হওয়া নারীর জন্য জায়েয নেই। বিগত চৌদ্দশ' বছর পর্যন্ত কেউ এ দাবী করেনি, এনিয়ে কোনদিন কোন বিতর্কও ওঠেনি। এর মানে, ছোট মসজিদে নারীর ইমামতি যে নাজায়েয, ইসলামের এবিধান সর্বকালে সর্বসম্মতভাবে সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং ছোট মসজিদে ইমামতি যখন নারীর জন্য জায়েয নেই, তখন

www.pathagar.com

বড় মসজিদের ইমামতি করা তথা রাষ্ট্রের বৃহত্তম নেতৃত্ব নারীর জন্য কিভাবে জায়েয হতে পারে?

আপন ঘরেই নারীদের নামায পড়া উত্তম। তবে মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ নয়। মসজিদে জামায়াতের সর্ব পেছনের কাতারে নারীদের দাঁড়ানোই হলো শরীয়াতের বিধান। আর ইমামের দাঁড়াতে হয় সবার সামনে। ইমামের চেয়ে সামান্যতম এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেও কারো নামায হবে না। তাই নারী রাষ্ট্রপ্রধান হলে নামাযে ইমামতি করায় জটিলতা দেখা দেবে। ইমাম হিসেবে পেছনে দাঁড়ালে কারো নামায হবে না। সামনে তো দাঁড়াতেই পারবেনা। সুতরাং কোন ইমামতি বা নেতৃত্ব নারীর জন্য জায়েয নেই।

কুরআনের দলীলের পর এখন হাদীসের দলীল পেশ করা হচ্ছে।

হাদীসের দলীল

১. হযরত আবু বাক্‌রাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আমি যে হাদীসটি শুনেছিলাম, সেটি দ্বারা 'জামাল' যুদ্ধ কালে আল্লাহ চরম উপকার করেছেন। তখন আমি মনে করতাম, হক ও সত্য জামাল ওয়ালাদের (হযরত আয়িশা (রা)-এর) সংগেই রয়েছে। তাই আমি তাঁদের পক্ষাবলম্বন করে (হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে) যুদ্ধে প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়ছিলাম। এমনি সময় আমার মনে পড়ে গেল রাসূল (সা)-এরই সেই বাণীটি। (পারস্য সম্রাট মারা গেলে) পারস্য বাসী কিসরার (পারস্য সম্রাটের উপাধি) কন্যাকে তাদের বাদশাহ্ বানানোর খবর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেছিলেন, "যে জাতি নারীর উপর তাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করে, সে জাতি কখনো কল্যান পাবেনা, সফল ও সার্থক হবে না।"[৩]

এ হাদীস বিভিন্ন সহীহ সনদে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীস রাষ্ট্রে নারী নেতৃত্ব জায়েয না হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল।

---

৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী ও কিতাবুল ফিতান, মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী।

www.pathagar.com

২. রাসূল (সা) বলেছেন, "যখন তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিরা তোমাদের নেতা ও শাসনকর্তা হবে, তোমাদের ধনীব্যক্তিরা হবে তোমাদের মধ্যে দানশীল এবং তোমাদের সব কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম পাবে, তখন ভূপৃষ্ঠ তোমাদের জন্য ভূগর্ভ থেকে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট ধরণের লোকেরা তোমাদের শাসক হবে, তোমাদের ধনীরা হবে তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে কৃপণ এবং তোমাদের জাতীয় সামগ্রিক কাজকর্মের দায়িত্ব ন্যস্ত হবে তোমাদের নারীদের হাতে, তখন পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ হবে তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠের চেয়ে উত্তম স্থান।[৪] অর্থাৎ তখন বাঁচার চেয়ে মৃত্যু বরণই তোমাদের জন্য উত্তম ও শ্রেয় হবে। এ হাদীসের মর্ম এত স্পষ্ট যে, এর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনই নেই।

৩. হযরত আবু বাক্‌রাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক যুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠান। সেখান থেকে একব্যক্তি বিজয়ের সুখবর নিয়ে ফিরে আসেন। খবর শুনে নবী (সা) সিজদায় পড়েন এবং সিজদা শেষে সে ব্যক্তির নিকট সেখানকার বিস্তারিত বিবরণ জানতে চান। সে ব্যক্তি বিবরণ দেন। বিবরণ দিতে গিয়ে শত্রুদের ব্যাপারে তিনি এটাও বর্ণনা করেন যে, "এক মহিলা তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ও শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। এটা শুনে নবী করীম (সা) বলেন, পুরুষ জাতি তখনই ধ্বংস ও বিনাশ হয়, যখন তারা নারীদের আনুগত্য করতে থাকে।"[৫]

এ হাদীসকে ইমাম হাকিম 'সহীহুল আসনাদ' বলেছেন। হাফেজ যাহাবী (রা) একে সহীহ বলেছেন। এ হাদীসের আলোকেও স্পষ্টতর হচ্ছে যে, কোন স্তরেই ব্যক্তি, দল, বা রাষ্ট্রের জন্য নারীনেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব জায়েয নেই।

শরীয়তের বিধান মতে নারীর কোন অবস্থাতেই একাকী সফর করা জায়েয নেই। একজন মুহরম সাথে নিয়েই সফর করতে হবে। তিন

৪. তিরমিযী, ফিত্‌না পরিচ্ছেদ, ২য় জিলদ পৃ. ৫২

৫. মুস্তাদরাকে হাকিম, জিলদ ৪, পৃ. ২৯১, আদব অধ্যায়। সিজদায়ে শোকর অনুচ্ছেদ।

www.pathagar.com

দিনের বা এর অধিক পথ স্বামী, পিতা, সাবালক ভাই, পুত্র, কিংবা অন্য কোন মুহরম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা নারীর জন্য সম্পূর্ণ হারাম[৬]। এমন কি হজ্জ ফরজ হলেও মুহরম ছাড়া নারী একাকী হজ্জ করতে যেতে পারে না। অথচ হজ্জ হলো ইসলামের পাঁচ রুকনের এক রুকন। নারী সরকার প্রধান হলে বা দলীয় নেতৃত্বের আসনে বসলে দেশ-বিদেশে ব্যাপক সফর তাকে করতেই হবে। সব সময় সাথী হিসেবে একজন মুহরম পুরুষ পাওয়া অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য ও দুষ্কর হবেই। ইসলামে এমন অনেক হুকুম-আহকাম ও ঐতিহ্যও রয়েছে, যা সম্পন্ন করা বাইরে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল। এসব বিধি-বিধান পালন থেকে নারীদেরকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে। যেমন, জুমআর নামায ও জিহাদ পুরুষদের উপর ফরয, নারীর উপর নয়। (অবশ্য নফীরে আম বা খলীফা সাধারণ ডাক দিলে কিংবা সাধারণ ডাকের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তখন নারীর উপরেও জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়) অথচ জুমআ ও জিহাদের ফযীলত অনেক। পুরুষদেরকে তাতে অংশগ্রহণের জন্য কুরআন-হাদীসে অনেক তাকিদ করা হয়েছে। তা না করলে কঠিন শাস্তির ঘোষণাও দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর সাথে সাথে রাসূল (সা) এও বলেছেন যে, "জুমআ জামায়াতের সাথে আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর কর্তব্য। তবে চার জন এ নির্দেশের বাইরে- দাস, নারী, শিশু এবং রুগ্ন ব্যক্তি।" (আবু দাউদ)

রাসূল (সা) আরও বলেছেন, "নারীদের উপর জিহাদ ও জুমআ ফরয নয়। জানাযার পেছনে পেছনে যাওয়ারও নির্দেশ নেই।"[৭] উপরোক্ত হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসের আলোকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, বাইরে যেতে হয় বলে নারীদের পবিত্রতা, তাদের মান-ইজ্জত ও অধিকার রক্ষার স্বার্থে এত গুরুত্বপূর্ণ ফরয, রুকন ও বিধিবিধানগুলো থেকে যে ইসলাম নারী সমাজকে নিষ্কৃতি দিয়েছে সে ইসলাম কি করে তাদের জন্য দেশ ও জাতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তথা রাষ্ট্র সরকার, দলীয় বা নির্বাহী প্রধান হওয়া জায়েয করতে পারে?

---

৬. তিরমিযী, বিয়ে অধ্যায়।

৭. মাজমাউন যাওয়ায়েদ, ১৭ খন্ড, পৃ. ১৭০।

www.pathagar.com

এমন একজন রাষ্ট্র, সরকার বা দলীয় প্রধানের কল্পনা ইসলাম কিভাবে করতে পারে, যিনি–

ক. কোন অবস্থাতেই নামাযে ইমামতি করতে পারবেন না।

খ. যাঁর উপর জামায়াতে নামায পড়া ওয়াজিব নয়,

গ. যিনি কখনো জামায়াতে শামিল হলেও সব পুরুষের পেছনেই তাঁকে দাঁড়াতে হয়,

ঘ. যাঁর প্রতি মাসে কিছুদিন এমন অবস্থা হয়, যখন মসজিদে প্রবেশ করা তাঁর জন্য নাজায়েয থাকে।

ঙ. যাঁর উপর জুমআ ফরয নয়,

চ. যাঁর পক্ষে কোন জানাযার সাথে যাওয়া জায়েয নয়।

ছ. কোন মুহরম সাথে না নিয়ে সফরে যাওয়া যাঁর জন্য নিষেধ। এমন কি মুহরম না পেলে আমৃত্যু হজ্জ পর্যন্ত করা জায়েয নেই। এ অবস্থায় বদল হজ্জের অসিয়ত করে যেতে হয়।

জ. যাঁর উপর জিহাদ ফরয নয়।

ঝ. বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে যাওয়া যাঁর জন্য জায়েয নয়।

ঞ. এমনকি নিজের ঘরে পর্যন্ত যিনি পরিবার প্রধান হতে পারেননা।

ইজমায়ে উম্মাত

রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুবারক আমল থেকে খিলাফতে রাশেদা পর্যন্ত সময়টা ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। এসময় নবী পত্নীগণ জীবিত ছিলেন। তাঁদের বা অন্য কোন বিদুষী ও মহিয়ষী মহিলাকে খলীফা নির্বাচনের কোন প্রস্তাব আসেনি। বরং তা ছিল কল্পনাতীত। এরপর বনী উমাইয়ার আমলে ১৪জন খলীফা ৬৬১ থেকে ৭৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম জাহান শাসন করেন। আব্বাসীয় আমলে ৭৪৯ থেকে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩৭ ব্যক্তি খলীফা হন। তারপর তুর্কী উসমানী বংশের ৩৮ জন খলীফা

www.pathagar.com

১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ মোস্তফা কামাল পাশা খিলাফত উচ্ছেদ করা পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এ সুদীর্ঘ প্রায় চৌদ্দশ বছর যাবত খলীফা বা সরকার প্রধান নির্বাচন করা ও ক্ষমতাসীন হওয়ার বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা ছিল। এক খলীফার মৃত্যু হলে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ কালে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা হতো, অনেক সংকট ও সমস্যা দেখা দিত, বহুজনের প্রস্তাব আসতো, নানারূপ জটিলতার উদ্ভব ঘটতো। তখন খলীফার বংশে ও বাইরে অনেক বিদুষী মহিয়ষী, মুত্তাকী, বুদ্ধিমতি ও যোগ্যতা সম্পন্ন বিশিষ্ট মহিলা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোনদিন কোন মহিলাকে খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান বানানো তো দূরের কথা, কেউ এরূপ কোন প্রস্তাবও আনেনি। বিষয়টি এতই সুস্পষ্ট, কুরআন সুন্নাহর দলীল ও বিধান সবার নিকট এত পরিষ্কার ছিল যে কোন মহিলাকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানোর ধারনাও কোনদিন কারো মনে আসেনি। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহর এসব সুস্পষ্ট দলীলের প্রেক্ষিতে বিগত চৌদ্দশ' বছরের প্রত্যেক যুগেই গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র এ ব্যাপারে ইজমা ছিল যে, ইসলামে সরকার প্রধানের দায়িত্ব কোন মহিলার উপর কিছুতেই ন্যস্ত করা যেতে পারে না। ইসলামে যত মযহাব আছে, কোন মযহাবের কোন আলেম, ইমাম বা মুজতাহিদ ঘুণাক্ষরেও কোন দিন তা জায়েয বলেননি। বিভিন্ন যুগে ইসলামে বিভিন্ন বাতিল ফিরকার আবির্ভাব ঘটেছে। ইসলামের বহু আকীদা-বিশ্বাস ও মাসলা-মাসায়েলে তারা অনেক বিতর্কের ঝড় তুলেছে। কিন্তু নারী নেতৃত্ব বৈধ বলে তারাও কোন দিন কোন বিতর্ক উঠায়নি। এতে প্রমাণিত, বিষয়টি তাদের কাছেও সুস্পষ্ট ছিল। এজন্যেই কুরআন-সুন্নাহর এসব সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে সর্বযুগে গোটা উম্মাহ্‌ নারী নেতৃত্বকে নাজায়েয বলেই অভিমত ব্যক্ত করে এসেছে। এটিই হলো ইজমায়ে উম্মাত। ইজমায়ে উম্মাত শরীয়াতের একটি অকাট্য দলীল।

আল্লামা ইবনে হাযম (র) তাঁর 'মারাতিবুল ইজমা' নামীয় সুপ্রসিদ্ধ কিতাবের যেসব মাসায়েলে উম্মাহ্‌ ও আলেমদের ইজমা হয়েছে, সেসব মাসআলা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে ইজমায়ে উম্মাতের এ মাসআলাটিও তিনি লিখেছেন,

www.pathagar.com

"এ ব্যাপারে সব আলেম একমত যে, সরকার প্রধান হওয়া ও নেতৃত্ব করা কোন মহিলার জন্য জায়েয নেই।" (পৃ.–১২৬)

এই ইজমার ভিত্তি কুরআন–হাদীসের অনেক দলীল। উপরে যা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলোও তার মধ্যে রয়েছে।

ইবনে হাযম (র) এর এ কিতাবের সমালোচনায় আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) 'নক্বদু মারাতিবিল ইজমা' নামে এক কিতাব লিখেন। তাতে তিনি এ কিতাবের পুংখানুপুংখ আলোচনা করেন। যেসব বিষয়ে ইজমা হয়নি সেগুলো তুলে ধরেন। কিন্তু তাঁর গবেষণায়ও নারী নেতৃত্ব ও নারীর রাষ্ট্র প্রধান হওয়া যে জায়েয নেই এবং এ ব্যাপারে যে ইজমা হয়েছে, এ সংক্রান্ত ইবনে আযম (র)–এর রায়ে তিনিও কোন আপত্তি তোলেননি। সুতরাং এ ইজমা তিনিও সমর্থন করেছেন।

আল্লামা আবুল হাসান মাওয়ার্দী (র)–এর 'আল–আহ্কামুস্ সুলতানিয়া' ইসলামী রাজনীতির উপর এক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। তাতে– নারীকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করাও তিনি না–জায়েয বলেছেন। তাঁর মতে মন্ত্রীত্ব দু'রকম। এক, যে মন্ত্রী পলিসি ও নীতি নির্ধারন করেন। দুই, যিনি নীতি নির্ধারন করেন না বরং নির্ধারণকৃত নীতিমালা বাস্তবায়ন করেন মাত্র। প্রথম প্রকারের মন্ত্রীর তুলনায় দ্বিতীয় প্রকারের মন্ত্রীর যোগ্যতার শর্তাবলী অনেক কম। এতদ্সত্ত্বেও তাঁর মতে এই দ্বিতীয় প্রকার মন্ত্রীপদেও কোন মহিলাকে নিয়োগ করা জায়েয নয়। তিনি লিখেছেনঃ–

উযারতে তানফীয অর্থাৎ শুধু নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীত্ব তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও ক্ষমতাহীন এবং এর শর্তাবলীও কম–––––– –কিন্তু এরূপ মন্ত্রীত্বপদেও কোন নারীর নিয়োগ জায়েয নয়, যদিও নারীর খবর গৃহীত হয়ে থাকে। কেননা, এই মন্ত্রীপদ এমন সব দায়–দায়িত্বের সমষ্টি–যেগুলোকে (শরীয়াত) নারীদের থেকে পৃথক রেখেছে। নবী করীম (সা) বলেছেন, "যে জাতি তাদের জাতীয় বিষয়াবলী কোন নারীর উপর সোপর্দ করে, সে জাতি কল্যান পাবে না, সফল হবেনা।" তা ছাড়া আরো কারণ আছে। এই মন্ত্রীপদের জন্য যে পরিমাণ সঠিক

www.pathagar.com

রায়, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও দৃঢ়সংকল্প প্রয়োজন, সেতুলনায় নারীদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। এ ছাড়াও এই মন্ত্রীত্বের দায়িত্বসমূহ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য এত বেশী পরিমাণে এমনভাবে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আসতে হয়, যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ।"[৮]

ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেছেন আল্লামা আবু ইয়া'লা হাম্বলী (র)। তাঁর কিতাবের নামও 'আল-আহ্কামুস সুল্তানিয়া'। এই কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় তিনিও একই ভাষায় হুবহু একই কথা বলেছেন।

ইমামুল হারামাইন আল্লামা জুইনী (র) ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর তত্ত্বপূর্ণ ও তথ্যভিত্তিক অনেক কিতাব রচনা করেছেন। তিনি নিযামুল মুলক তূসীর সমসাময়িক ছিলেন। তূসীর অনুরোধেই তিনি রাজনৈতিক বিধিবিধান সংক্রান্ত তাঁর গবেষণালব্ধ কিতাব 'গিয়াসুল উমাম' লিখেন। তাতে রাষ্ট্রপ্রধাণের শর্তাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ

"রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য শরীয়াতের দৃষ্টিতে যেসব অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলী গ্রহণযোগ্য, সেসবের মধ্যে তাঁর পুরুষ হওয়া, আযাদ হওযা এবং বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এসব গুণাবলীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব শর্তাবলী প্রমাণ করার জন্য বিস্তারিত দলিলাদি পেশ করে লেখা দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন নেই।"[৯]

ইমামুল হারামাইন তাঁর অপর কিতাব 'আল-ইরশাদ'-এ লিখেছেন,

"এ ব্যাপারে 'ইজমা' (সবাই একমত) হয়েছে যে, নারীর রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতা হওয়া জায়েয নয় যদিও যেসব বিষয়ে নারীর সাক্ষ্য প্রদান জায়েয, সেসব বিষয়ে নারী বিচারকের পদ পেতে পারে কিনা-এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।"[১০]

---

৮. আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া, পৃ. ২৫-২৭।

৯. পৃ. -৮২, কাতারে প্রকাশিত।

১০. পৃ-৩৫৯ ও ৪২৭, মিসরে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

আল্লামা ক্বালকাশেন্দী (র) সাহিত্য, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইমাম বলে অভিহিত ছিলেন। তিনি ইসলামী রাজনীতির মূলনীতির উপর যে কিতাব লিখেছেন, তাতে রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতৃত্বপদের যোগ্যতার জন্য সূচনাতেই বলেছেন, "প্রথম শর্তই হলো তার পুরুষ হওয়া।----- এবং এই বিধানের পেছনে যুক্তি হলো, রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার পর তাঁকে অবাধে পুরুষদের সাথে মেলামেশা, পরামর্শ ইত্যাদি করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর নারীদের জন্য এসবই নিষিদ্ধ। তা ছাড়া নারী নিজের বিয়ের অভিভাবকত্বের ব্যাপারেও অপূর্ণ। সে বিয়েতে কারো ওলী বা অভিভাবক হতে পারে না। তাই তাকে অন্যদের উপর অভিভাবকত্ব করার দায়িত্বও দেয়া যেতে পারে না।"১১

ইমাম বাগভী (র) হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফিকাহ্‌বিদ। তিনি বলেছেন,

'এ ব্যাপারে উম্মাহ্ একমত যে, নারী রাষ্ট্র প্রধান ও নেতা হতে পারে না।----কেননা, রাষ্ট্রপ্রধানকে জিহাদের যাবতীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া এবং মুসলমানদের সামগ্রিক কার্যক্রম সমাধা করার জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে।----আর নারীদের পর্দায় থাকা উচিত। জনসমক্ষে তাদের বের হওয়া জায়েয নয়।"১২

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী (র) হযরত আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, "আর এই হাদীসটি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, নারী খলীফা ও রাষ্ট্র প্রধান হতে পারে না। আর এই ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।'১৩

আল্লামা কুরতুবী (র) তাঁর তাফসীরে ইবনুল আরাবীর এই কথাটি উদ্ধৃত করে তা সমর্থন করেছেন এবং এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই বলে জানিয়েছেন।১৪

---

১১. আল্-বালাগ, দারুল উলুম, করাচী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯।

১২. শারহুস্ সুন্নাহ্ লিল-বাগাভী, পৃ-৭৭, বৈরুত।

১৩. আহ্‌কামুল কুরআন, জিলদ ৩, পৃ-১৪৪৫, সূরা নমল,

১৪. পৃ-১৮৩, জিলদ ১৩ সূরা নমল।

www.pathagar.com

ইমাম গায্যালী (র) বলেছেন, "রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য চতুর্থ শর্ত হলো পুরুষ হওয়া। তাই কোন নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না তার মধ্যে যাবতীয় গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাকনা কেন এবং দৃঢ়তা ও দৃঢ়সংকল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট তার মধ্যে বিদ্যমান থাক না কেন।"১৫

হজরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) (মৃত্যু ১১৭৬ হিজরী) মুসলমানদের খলীফা বা সরকার প্রদান হওয়ার জন্য যতগুলো গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে 'পুরুষ হওয়া'কেও একটি শর্ত বলেছেন। দলীল দিয়েছেন সেই হাদীসকে যাকে নবী (সা) ইরশাদ করেছেন–'যে জাতি নারীর উপর নিজেদের নেতৃত্বভার ন্যস্ত করে, সে জাতি কখনো সফল হবে না।"১৬

আল্লামা ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) (মৃত্যু৭৭৪ হিজরী) 'ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদি খলীফা'–এ আয়াতের তাফসীরে খলীফার বিভিন্ন শর্তের সাথে পুরুষ হওয়া ফরয বলেছেন।১৭ 'পুরুষরা নারীদের উপর কাউয়াম'–এ আয়াতের ব্যাখ্যায়ও তিনি হযরত আবু বাকরার হাদীস উল্লেখ করে নারী নেতৃত্ব নাজায়েয বলেছেন।১৮

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) (মৃত্যু ৬৭১ হিজরী) উপরের দুটি আয়াতের ব্যাখ্যায় নারী নেতৃত্ব নাজায়েজ বলেছেন এবং

বিভিন্ন দলীল প্রমান দিয়ে তা সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন।১৯

'পুরুষগণ নারীদের উপর কাউয়াম'–এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) (মৃত্যু–৭৯১ হিজরী) রাষ্ট্রীয় ইমামত বা নেতৃত্ব পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট বলে রায় দিয়েছেন।২০

---

১৫. ফাজায়েহুল বাতিনিয়া লিল–গায্যালী, পৃ–১৮০।

১৬. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ–আল–খিলাফতঃ ২য় জিলদ, পৃ–১৩৭।

১৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর–১ম জিলদ, পৃ–৭২।

১৮. তাফসীরে ইবনে কাসীর–১ম জিলদ, পৃ–৪৯১।

১৯. তাফসীরুল জামে লি–আহকামিল কুরআন, ১ম জিলদ, পৃ–২৭০।

২০. তাফসীরুল আনওয়ারিত্তানযীল, ১ম জিলদ, পৃ–২১৭।

www.pathagar.com

আল্লামা ইমাম জারুল্লাহ মাহমুদ যামাখশারী (রহঃ) (মৃত্যু ৫২৮ হিজরী) এবং আল্লামা আলূসী (রহঃ) (মৃত্যু-১২৭০ হিজরী) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, পুরুষগণের মধ্যেই বড় ইমামত (রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব) ও ছোট ইমামত (নামাযের ইমামত) সীমাবদ্ধ থাকবে।২১

একই যুক্তিতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একই মত পেশ করেছেন ইমাম আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ বাগদাদী এবং ইমাম আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ নাসাফী- হানাফী।২২

আল্লামা ইবনে রুশদ (রহঃ) বিচারক হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলী শর্ত করেছেন, পুরুষ হওয়া তার অন্যতম। রাষ্ট্রের নেতৃত্বের সাথে নারীর কোন সম্পর্ক নেই।২৩

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা বদরুদ্দীন আঈনী (রহঃ) বলেছেন, 'খাত্তাবীর অভিমত হলো, হাদীসে স্পষ্ট হচ্ছে যে, নারী রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান হতে পারবেনা।'২৪

ঠিক একই বাক্য উদ্ধৃত করেছেন বুখারী শরীফের অপর ভাষ্যকার আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এবং একই রায় ব্যক্ত করেছেন।২৫

মোল্লা কারী আলী হানাফী (রহঃ) (মৃত্যু ১০১৪ হিজরী) নারী নেতৃত্ব নিষেধকারী বুখারী শরীফের হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেনঃ 'শরহুস সুন্নায় রয়েছে, নারীর জন্য রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান বা বিচারক হওয়া সিদ্ধ ও সঠিক নয়। কেননা এ দুটি পদ এমন যে, মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়াবলী প্রতিষ্ঠিত ও ঠিক রাখার জন্য বাইরে যেতেই হয়। অথচ নারীকে পর্দায় থাকতে হয়। তাই এসব পদে আসীন হওয়া নারীর জন্য দুরস্ত নয়।২৬

---

২১. তাফসীরুল কাশশাফ, ১ম জিলদ, পৃ-৫০৫।

২২. তাফসীরুল খাযেম মা'আ তাফসীরুল নাসাফী, ১ম জিলদ, পৃ-৩৭৪।

২৩. বেদায়াতুল মুজতাহিদ ২য় জিলদ, পৃ-৩৪৪।

২৪. উমদাতুল কারী, ১৮শ জিলদ, পৃ-৫৯।

২৫. ফাতহুল বারী ৯ম জিলদ, পৃ-১২৮।

www.pathagar.com

আল্লামা আহমাদ আবদুর রহমান আল-বান্না আস-সা'আতী ২৪ খন্ডে মুসনাদে আহমাদের ব্যাখ্যা শেষ করেছেন। এতে তিনি নারী নেতৃত্বের অধ্যায়ে রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান তথা নারী নেতৃত্ব নিষিদ্ধকারী চারটি হাদীস উদ্ধৃত করে প্রমান করেছেন, নারী কখনো রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান হতে পারে না।[২৭]

আল্লামা আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কুস্তলানী (রহঃ) (মৃত্যু-৯২৩ হিজরী) বুখারী শরীফের ভাষ্যকার। তিনি বলেন, জমহুর (সর্বসাধারণ) আলেমগণের মযহাব হলো, 'নারী সরকার প্রধান এবং বিচারক হতে পারে না।'[২৮]

ইমাম শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ কিরমানী (রহঃ) (মৃত্যু ৭৮৬ হিজরী) বুখারী শরীফের অন্যতম ব্যাখ্যাতা। তিনি বলেন, 'নারী কখনোই শাসনকার্য, বিচার ও বিয়ের ওলী (অভিভাবক) হতে পারে না।"[২৯]

জামে তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'হাদীসে দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, নারী কখনো শাসনকর্তা ও বিচারক হতে পারেনা।[৩০]

ইমাম আবদুল ওয়াহাব ইবনে আহমাদ আশ শা'রাণী ও ইমাম শাওকানীর অনুরূপ অধ্যায় রচনা করে নারীর শাসনকর্তা ও বিচারক হওয়া জায়েয নয় বলে তা নিষিদ্ধ করার হাদীসটি দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩১]

---

২৬. মিরকাত, শরহে মিশকাত, ৭ম জিলদ, পৃ- ২১৫।

২৭. ফাতহুর রব্বানী, কায়রো, ২৩ জিলদ, পৃ-৩৫-৩৬।

২৮. ইরশাদুল সারী, ৬ষ্ঠ জিলদ, পৃ-৪৬০।

২৯. আল-কিরমানী, ১৬শ জিলদ, পৃ-২৩২।

৩০. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩য় জিলদ, পৃ-২৪৬।

৩১. কাশফুল গুম্মা আন জামীইল উম্মাহ, ২য় জিলদ, পৃ-১৯৯।

www.pathagar.com

ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কুদামাহ (রহঃ) (মৃত্যু ৬২০ হিজরী) নারীর শাসনকর্তা ও বিচারক হওয়া নাজায়েয বলে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন। 'কেননা, আমাদের জানা মতে রাসূলুলাহ (সা) ও খলীফাগণের কেউ নারীকে কোন শহরের বিচারক বা প্রশাসক পদে নিয়োগ করেননি। তাঁর পরেও এরূপ ঘটনা ঘটেনি। যদি এর অনুমতি থাকতো, তাহলে নারীকে বিচারক বা প্রশাসক না করে এ দীর্ঘসময় অতিবাহিত হতো না।"৩২

আল্লামা তাফতাযানী (র) লিখেছেন, "রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের জন্য শর্ত হলো, তাঁকে বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, পুরুষ এবং আদেল বা ন্যায়বান হতে হবে।"৩৪

ইসলামী উম্মাহর বিশ্বস্ত সর্বজনমান্য বিজ্ঞ ফিকাহবিদ, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ এবং ইসলামী রাষ্টবিজ্ঞানে যাঁরা বিশেষজ্ঞ ও পারদশী উপরে তাঁদের কয়েকজনের মতামত উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা হলো। ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পারদর্শী ইমাম-মুজতাদিগণের কেউই নারী নেতৃত্ব নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত করেননি। আধুনিকযুগের ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণও নারী নেতৃত্ব নাজায়েয হওয়ার বিষয়ে একমত এবং এবিষয়ে উম্মাহর 'ইজমা' হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এযুগের কয়েকজন ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতামত উল্লেখ করা গেল।

ডঃ মুহাম্মাদ মুনীর আজলানী বলেন, "মুসলমানদের এমন কোন আলেম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই, যিনি নারীদের জন্য খলীফা বা সরকার প্রধান হওয়া জায়েয বলেছেন। তাই এ মাসআলার ব্যাপারে ইজমা ও পূর্ণ ঐক্যমত রয়েছে। যার বিপরীত সামান্যতম দ্বিমতও পাওয়া যায় না।"৩৫

এযুগের সুপরিচিত আলেম ডঃ মু. জিয়াউদ্দীন রীস ইসলামের রাজনেতিক বিধান সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করে এক বিরাট কিতাব

৩২. আল মুগনী লি-ইবনে কুদামাহ, ৯ম জিলদ, পৃ-৩৯-৪০।

৩৪. শরহুল মাকাদিস, জিলদ ২, পৃ-২৭৭।

৩৫. আবকারিয়াতুল ইসলাম ফী-উসূলিল হুকুম, পৃ-৭০, বৈরুত।

www.pathagar.com

রচনা করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন–"যদিও ফকীহগণের মধ্যে (নারীদের) বিচারক হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, তবে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার ব্যাপারে কোনই মতভেদ বর্ণিত নেই। বরং সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কোন নারীরই রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়া জায়েয নেই।"[৩৬]

ডঃ ইবরাহীম ইউসুফ মুস্তাফা আজু বলেন, "এব্যাপারে উম্মাহর ইজমা হয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রপ্রধানের পদ গ্রহণ করা নারীর জন্য জায়েয নেই।"[৩৭]

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে সুলাইমান দামিজী বলেন, 'রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতা হওয়ার জন্য যেসব শর্তাবলী রয়েছে, সেসবের মধ্যে তাঁর পুরুষ হওয়াও একটি শর্ত। এ ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে সামান্যতম মতভেদও নেই।"[৩৮]

এযুগের খ্যাতিমান মুফাস্‌সির আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন শান্‌কিতী (রা) লিখেছেন, "রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য যেসব শর্তাবলী রয়েছে সেসবের মধ্যে একটি শর্ত হলো পুরুষ হওয়া। এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই।"[৩৯]

আল্লামা আবুল আ'লা মওদূদী (রা) কুরআন–হাদীসের দলীল দিয়ে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ব্যাপারে নারী নেতৃত্ব জায়েয নেই বলে রায় দিয়েছেনঃ "রাজনীতি ও দেশশাসনের ব্যাপার নারীদের কর্মসীমা বহির্ভূত।"৪০

বর্তমান যুগের ও বিশ্ববরেণ্য সেরা আলেম, সৌদী আরবর মুফতীয়ে আযম, ফতোয়া সংস্থা প্রধান শেখ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ

---

৩৬. আন্নাযরিয়াতুস্ সিয়াসিয়াতুল ইসলামিয়া, পৃ–২৮৪, কায়রো, মিশর।

৩৭. তা'লীকু হাহ্‌যীবির রিয়াসাত ওয়া তা'রতীবিস সিয়াসত লিল–কা'লী, পৃ–৮২।

৩৮. আল–ইমামাতুল উযমা ইনদা আহলিস সুন্নাহ,

৩৯. আদ্‌ওয়াআল বয়ান ফী–তাফসীরিল কুরআন বিলকুরআন, জিলদ–১, পৃ–৬৫।

৪০. ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, পৃ–৮১।

www.pathagar.com

ইবনে বায বলেন, "নারী-নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব কিংবা মুসলমানদের উপর তার সাধারণ ক্ষমতা জায়েয নেই। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মাত হলো এর প্রমাণ।" অতঃপর একে একে তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, ও ইজমার দলীল এবং বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ পেশ করেন।৪১

খিলাফত পদ্ধতিতে খলীফাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যা আধুনিক প্রেসিডেন্সিয়াল বা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির সাথে তুলনীয়। আর আধুনিক মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার পদ্ধতিতে প্রধান মন্ত্রী হলেন নির্বাহী ও প্রশাসনের প্রধান। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ থাকে। প্রধান মন্ত্রী শাসন বিভাগের প্রধান। অবশিষ্ট দু'টি বিভাগ শাসন বিভাগেরই অধীন। তাই প্রধান মন্ত্রীই সরকার প্রধান। আইনের আওতায় থেকে তাঁকে শাসন কর্ম পরিচালনা করতে হয়। সংসদেও তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁর ভূমিকাই এখানে প্রধান ও মুখ্য। দলীয় প্রধান হিসেবে দলের পক্ষ থেকে তিনি যদি কোন নির্দেশ জারী করেন, তবে তাঁর দলীয় সংসদ-সদস্যগণ সেই নির্দেশ মুতাবিক সংসদে ভোট দিতে বাধ্য। সংসদীয় পরিভাষায় এরই নাম পার্টি হুইপ বা দলীয় কোড়া।

মন্ত্রীপরিষদ শাসিত ব্যবস্থায় যদিও পদ্ধতিগতভাবে কাগজে-কলমে দেশের প্রেসিডেন্টই রাষ্ট্রপ্রধান। তবুও প্রধান মন্ত্রীই মূলতঃ নির্বাহী প্রধান হয়ে থাকেন। এজন্যে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত দেশে প্রধান মন্ত্রীই বাস্তবে প্রশাসনিক প্রধান ও নেতা।

সুতরাং রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত কোন পদ্ধতিতেই নারী নেতৃত্ব জায়েয নেই। এজন্যেই হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রা) বলেছেন, "আমাদের শরীয়তে নারীকে বাদশাহ, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান বানানো নিষিদ্ধ।"৪২

---

৪১. সাপ্তাহিক 'তানযীমে আহলে হাদীস' লাহোর এবং আওরাত কী সারবরাহী কা ইসলাম মেকুই তাসাব্বুর নেহী, ফজলুল রহমান ইবনে মুহাম্মাদ, লাহোর, পাকিস্তান, পৃ-৪-৫।

www.pathagar.com

হযরত আয়িশা (রা) ও জামাল যুদ্ধ

কেউ কেউ বলে থাকেন, হযরত আয়িশা (রা) জামাল যুদ্ধে হযরত আলী (রা) এর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাই নারী নেতৃত্ব জায়েয। মূলত হযরত আয়িশা (রা) কখনো খিলাফত বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দাবী করেননি। কিংবা তাঁর সাথী ও পক্ষীয় কারো মনের কোনেও তাঁকে খলীফা বানানোর কোন ধারণা ছিলনা। বরং তাঁরা কেবল হযরত উসমান (রা) এর হত্যার বিচার দাবী করেছিলেন। এ হত্যাকান্ড তখন সংঘটিত হয়, তখন নবী পত্নীগণ হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় ছিলেন। খবর শুনে সবাই মদীনা ফিরে আসতে মনস্থ করেন। কিছু বিশ্বস্ত সাহাবীর বুঝানোর ফলে কেবল হযরত আয়িশা (রা) বসরা রওনা হয়ে যান। উম্মাহাতুল মুমিনীনের আর সবাই এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে মদীনায় চলে যান।

যুদ্ধ করার ইচ্ছা হযরত আয়িশার (রা) ছিল না। বসরার পথে একস্থানে রাত্রিযাপন কালে কুকুরের ডাক শুনে জিজ্ঞেস করেন– স্থানটির নাম কি? সবাই বললেন, 'হু–আব'। নাম শুনে তিনি আঁৎকে উঠেন। রাসূলের (রা) একটি হাদীসের কথা তাঁর স্মরণ হয়। নবী (সা) উম্মুল মুমিনীনদের লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন– "তোমাদের একজনের অবস্থা সেসময় কি হবে, যখন তার প্রতি 'হু–আবের' কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে?"

(আহমাদ ও মুস্তাদরাকে হাকিমঃ যাহাবী ও ইবনে কাসীর এর সনদ সহীহ বলেছেন।) হযরত আয়িশা (রা) আর সামনে অগ্রসর হতে রাজী হলেন না। একদিন একরাত সেখানেই অপেক্ষা করলেন। অনেকে বুঝালেন, বসরা চলুন, আপনার মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি গ্রুপে মীমাংসা হবে। কেউ কেউ নাকি বললেন, এস্থান হু–আব নয়।[৪৩] অতঃপর তিনি বসরা পৌঁছুলেন। তখনও তিনি প্রশ্নের জবাবে বললেন, "বৎস, আমি লোকদের মাঝে সন্ধি–সমঝোতা করিয়ে দিতে এসেছি।" এতদ্সত্ত্বেও যুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি সৈন্য পরিচালনা করলেন। সাহাবায়ে

---

৪২. বয়ানুল কুরআন, উর্দু, ৮ম জিলদ, পৃ–৮৫, সূরা 'নমল' দ্রষ্টব্য।

৪৩. বেদায়া–নিহায়া–৭ম অংশ, পৃ–২৩১।

www.pathagar.com

কিরাম ও নবীপত্নীগন তাঁর এই পদক্ষেপকে পসন্দ করেননি। তাঁরা তাঁর নিকট চিঠি লিখলেন। উম্মে সালামা (রা) এ ব্যাপারে এক হৃদয়গ্রাহী পত্র লিখে পাঠানঃ

"আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর উম্মাতদের মাঝে দ্বার স্বরূপ। আপনি এমন এক পর্দা, যা নবী(সা) এর হেরেমে লটকানো হয়েছে। কুরআন আপনার পরিধিকে সংযত ও সংকুচিত করেছে, আপনি তা সম্প্রসারিত করবেন না। তা আপনার সম্মানের হেফাজত করেছে। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবগত থাকতেন যে, নারীদের উপরও জিহাদের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তবে তিনি আপনাকে এ সম্পর্কে অসিয়ত করতেন। আপনার কি জানা নেই যে, রাসূল (সা) আপনাকে বিভিন্ন নগরে-শহরে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছিলেন? কেননা, ইসলামের খুঁটিগুলো দোলায়মান ও কম্পমান হতে থাকলে নারীদের দ্বারা সেগুলো স্থির ও সুদৃঢ় হতে পারে না। যদি তাতে ফাটল ধরতে থাকে, তবে নারীদের দ্বারা তা ভরাট করা সম্ভব হয়না। নারীদের জিহাদ হলো, দৃষ্টি অবনত রাখা, নিজকে সংযত রাখা, ছোট কদমে চলা। আপনি যেসব মরু-ময়দানে এক ঘাঁটি হতে অন্য ঘাঁটির দিকে আপন উষ্ট্রীকে দৌড়াচ্ছেন, যদি সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) আপনার সামনে এসে পড়তেন, তবে আপনি তাঁকে কি জবাব দিতেন? কাল আপনাকে রাসূল (সা) এর নিকট যেতে হবে। আমি কসম খেয়ে বলছি, যদি আমাকে বলা হয়, হে উম্মে সালামা, বেহেশতে চলে যাও, তবুও যে পর্দা আমার উপর তিনি আরোপ করে গিয়েছিলেন, তা ছিন্ন-ভিন্ন ও লংঘন করে তাঁর সামনে যেতে আমি লজ্জাবোধ করবো। সুতরাং আপনি একে আপনার পর্দা বানান। আপন ঘরের চৌহদ্দীকে নিজ দুর্গ মনে করুন। কেননা, যতদিন আপনি স্বগৃহে থাকবেন, ততদিন এ উম্মাতের সবচেয়ে বড় কল্যানকামী হবেন।[৪৪]

হযরত আয়িশা (রা) এ চিঠির একটি কথাকেও অস্বীকার করেননি। নীতিগতভাবে তা মেনে নেন এবং একথা বলে তাঁর পত্রের প্রতি সম্মান

৪৪. আল আকদুল ফরীদ, জিলদ-৫, পৃ-৬৬, মক্কা মুকাররমা। আস্-সিয়াসাতু-ইবনে কুতাইবা।

www.pathagar.com

প্রদর্শন করেন, "আমি আপনার উপদেশকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে গ্রহন করছি এবং আপনার উপদেশের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছি।"

অবশ্য নিজের ভূমিকা ও পদক্ষেপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেনঃ "আমার এই পদক্ষেপ অতি উত্তম ও শুভ পদক্ষেপ, যদি এর মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর মাঝে আমি বাধা স্বরূপ হতে পারি।"

একথায় স্পষ্ট প্রমানিত হচ্ছে যে, তিনি না রাষ্ট্রপ্রধান হতে চাচ্ছিলেন, না জিহাদ করা তাঁর লক্ষ্য ছিল, আর না কোন রাজনৈতিক নেতৃত্বদান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বরং দু'টি বিবদমান দলের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দেয়ার প্রয়াসই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাতেও তিনি বলছেনঃ "এখন যদি আমি বসেও যাই, তবুও কোন অসুবিধা নেই। আর যদি আমি সামনের দিকে অগ্রসর হই, তবে এমন একটি কাজের জন্য অগ্রসর হবো, যাকে অধিকতর আঞ্জাম দেয়া ভিন্ন আমার আর কোন গত্যন্তর নেই।[৪৫]

এত সতর্কতার পরও শত্রুদের চক্রান্তের কারনে জামাল যুদ্ধ হয়েই গেল। হযরত আয়িশা (রা) এমন স্থানে পৌঁছে গেলেন যেখান থেকে ফিরে আসতে পারলেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে জড়িয়েই পড়লেন।

হযরত যায়েদ ইবনে সাওহান (রা) হযরত আয়িশা (রা) কে পত্র লিখেনঃ

"আপনাকে এক কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে দেয়া হয়েছে অন্য কাজের। আপনার প্রতি নির্দেশ হলো, স্বগৃহে অবস্থান করুন, আর আমাদের প্রতি নির্দেশ হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা মিটে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যেন যুদ্ধ চালিয়ে যাই। আপনি আপনার কাজ ছেড়ে দিলেন আর আমরা যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছি তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন।"[৪৬]

---

৪৫. আল-আকদুল ফরীদ, ৫ম জিলদ, পৃ-৬৬।

৪৬. ইমাম আবুল ফযল ইবন তাহের (রহ) আল আকদুল ফরীদ-জিলদ-৫, পৃ-৬৭।

www.pathagar.com

উত্তর কালে হযরত আয়িশা (রা) তাঁর এ কাজের জন্য অনুতাপ করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের মতো তিনিও কাজটি ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করেছিলেন। হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (রা) বলেনঃ "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আয়িশা (রা) বসরা সফর এবং জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহনে সম্পূর্ণ রূপে লজ্জিত হন। ঘটনা যতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল, ততদূর গড়াবে বলে তাঁর ধারণা ছিল না।"[৪৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেছেন, "আয়িশার (রা)-জন্য তাঁর গৃহ তাঁর উটের পৃষ্ঠের আসন অপেক্ষা উত্তম-একথাটিও স্মরণ করতে হবে।"

রাসূল (সা) যে আলী (রা) সম্পর্কে বলেছেন, 'আক্‌দাহুম আলী'-অর্থাৎ শরীয়াতের আইন ও বিচারে আলী হলেন সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ, তিনিও হযরত আয়িশা (রা) কে লিখেছিলেন, "আপনার এই পদক্ষেপ ইসলামী শরীয়াতের সীমালংঘনকারী হয়েছে।" একথার কোন জবাব হযরত আয়িশা (রা) দিতে পারলেন না। হযরত আলী (রা) আরো বলেছিলেন, "আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেরই জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে বের হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি এমন একটি কাজের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, যার একবিন্দু দায়িত্ব আপনার উপর আরোপিত হয়নি। যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ কাজে নারীদের হস্তক্ষেপ করার কি প্রয়োজন রয়েছে? আপনি হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার বিচারের দাবী তুলেছেন। আমি বলতে চাইঃ যে ব্যক্তি আপনাকে এই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং এই গুনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে, আপনার স্বপক্ষে সে উসমানের হত্যাকারী অপেক্ষাও অধিক গুনাহ্‌গার, সন্দেহ নেই।" এসব কথার উত্তরে শরীয়াত ও হাদীসে পারদর্শী হযরত আয়িশা (রা) শুধু এতটুকু কথাই বলতে পারলেন-"ব্যাপার এখন তিরস্কার ও ভর্ৎসনার বাইরে চলে গেছে।"

জামাল যুদ্ধ শেষে হযরত আলী (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেনঃ

---

৪৭. সিয়ারু এলামিন্নিসা-যাহাবী, জিলদ-২. পৃ-১৭৭।

www.pathagar.com

"হে উটের পৃষ্ঠে আরোহণকারিনী, আল্লাহ্ আপনাকে স্বগৃহে অবস্থান করার আদেশ করেছিলেন। তারপরও আপনি বেরিয়ে এসেছেন যুদ্ধ করতে।"

কিন্তু একথার জবাবেও হযরত আয়িশা (র) তাঁর কাজের বৈধতা প্রমান করতে বা এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি দিতে পারলেন না। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর একাজের জন্য জীবনভর অনুতাপ ও অনুশোচনা করেছেন। আল্লামা ইমাম ইবনে আবদুল বার (রা) নিজ সনদসূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত আয়িশা (রা) অভিযোগের সুরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) কে বলেছিলেন, "তুমি আমাকে কেন এ কাজে গমনে বাধা দিলে না?" তিনি জবাবে বললেন, "আমি দেখলাম এক ব্যক্তি (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)) আপনার অভিমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে ফেলেছে।" হযরত আয়িশা (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম, তুমি যদি আমাকে বাধা দিতে, তবে কিছুতেই আমি বের হতাম না।"[৪৮]

তাঁর এই অনুশোচনার অবস্থা এমন হয়েছিল যে, যখনই তিনি সূরা আহযাবের এ আয়াত পড়তেন "এবং তোমরা নারীরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর'-তখন তিনি কান্নায় এত বেশী ভেঙ্গে পড়তেন যে, চোখের পানিতে (অশ্রুতে) তাঁর উড়না ভিজে যেত।[৪৯]

তাঁর অনুতাপের চূড়ান্ত হয়েছিল। তাঁর ঘরেই রাসূলুল্লাহ (সা) এর রওজা মুবারক অবস্থিত। শুরুতে তাঁর বাসনা ছিল রাসূলে পাক (সা)-এর পাশেই তাঁকে দাফন করা হোক। কিন্তু জামাল যুদ্ধের পর তিনি এই বাসনা ত্যাগ করেন। কায়েস ইবনে আবু হাযিম বর্ণনা করেন,

"হযরত আয়িশা (রা) মনে মনে তাঁর ঘরে রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে তাঁকে দাফন করা হোক-এ আশা পোষন

---

৪৮. ক. আল-ইস্তিয়াব; খ. নসবুল রায়াহ্ লিল-যিলঈ, জিলদ-৪, পৃ-৭০।

৪৯. তবাকাতে ইবনে সা'দ, জিলদ-৮, পৃ-৮০, সিরারু এ'লামিন্ নাবলা, জিলদ-২, পৃ-১৭৭।

www.pathagar.com

করতেন। কিন্তু পরে তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে একটি বেদাতের কাজ করে ফেলেছি। তাই আমাকে যেন নবীর (সা)-অন্যান্য পত্নীদের সাথে দাফন করা হয়। সুতরাং তাঁকে 'বাকী' নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়।"[৫০]

একথার ব্যাখ্যায় আল্লামা ইমাম যাহাবী (রা) বলেন, "বেদাত দ্বারা হযরত আয়িশা (রা) তাঁর জামাল যুদ্ধে যাওয়াকেই বুঝিয়েছেন। কেননা, তিনি তাঁর এই কাজে সম্পূর্ণরূপে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ছিলেন এবং তা থেকে তাওবাহ করেছিলেন। যদিও তিনি ইজতিহাদের ভিত্তিতেই তা করেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য নেক ও মহৎ ছিল।"[৫১]

এতজন সাহাবী ও সাহাবিয়া এবং হযরত আয়িশার (রা) এসব কথা বার্তায় প্রমাণিত হলো যে, তাঁর এই কাজ কেউই সমর্থন করেননি। বরং সবাই এর বিরোধিতা করেছেন। কুরআন-সুন্নায় পারদর্শী স্বয়ং হযরত আয়িশা (রা) নিজেও তা ভুল বলে স্বীকার করেছেন, এজন্য অনুতপ্ত হয়েছেন, তাওবাহ করেছেন, জীবনভার কেঁদেছেন, রাসুলের (সা) পাশে দাফন হতে লজ্জাবোধ করেছেন। তাই তাঁর এই কাজকে নারী নেতৃত্বের বৈধতার দলীল হিসেবে পেশ করা কিছুতেই যুক্তিসংগত হতে পারে না। এটি ছিল তাঁর একটি ব্যক্তিগত কাজ। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নায় সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তাই হযরত আয়িশার (রা) এই ব্যক্তিগত কাজকে নারী নেতৃত্বের বৈধতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা নীতিগতভাবেই ভুল।

সুতরাং নারী নেতৃত্ব ইসলামে কোনভাবেই জায়েয নেই। এমতে সারা বিশ্বের আলেমদের মধ্যে বিগত চৌদ্দ শ' বছরে কোন দ্বিমত হয়নি। আজও নেই। তাই নারীর রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান, দলীয় প্রধান হওয়া বা নারী-পুরুষের যৌথ কোন সংস্থার নেতৃত্ব গ্রহন করা ইসলামী শরীয়াত মুতাবিক না-জায়েয। যদি কোথাও এমনটি ঘটে যায়, যথাশীঘ্র

---

৫০. মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, পৃ-৬, হাকেম (রা) বলেছেন-এটি সহীহ হাদীস, ইমাম যাহাবীও এর সঠিককতা স্বীকার করেছেন।

৫১. সিয়ারে এ'লামিন নাবলা ২য়, জিলদ, পৃ-১৯৩।

www.pathagar.com

সম্ভব তা পরিবর্তনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা মুসলমানদের অপরিহার্য কর্তব্য।

তবে নারী শুধুমাত্র নারীদের কোন সংস্থার নেতৃত্ব দিতে পারে। হতে পারে দায়িত্বশীলা। ইসলাম তা অনুমোদন করে। "হযরত আয়িশা (রা) নামাযে শুধু মহিলাদের ইমামতি করতেন এবং তাঁদের সাথে একই কাতারে দাঁড়াতেন। হযরত উম্মে সালামাও (রা) তা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মে ওয়ারাকার জন্য আযান দিতে একজন মুয়াযযিন নিয়োগ করেন এবং উম্মে ওয়ারাকা (রা) কে ফরয নামায সমূহে তাঁর ঘরের মহিলাদের ইমামতি করার আদেশ দিয়েছিলেন।"[৫২]

৫২. সাইয়্যেদ সাবেক, ফিকহুস্ সুন্নাহ, জিলদ-১, পৃ-২০০।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার